তারিখ ১৫ SEP 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

যুগান্তর

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল থেকে আদায় ভ্যাটের কি হবে?

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলো থেকে বিভিন্ন ফি'র ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে। অভিভাবকদের প্রশ্ন, শিশুরা আন্দোলন করতে পারে না বলে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ভ্যাট কি প্রত্যাহার হবে না?

আন্দোলনের মুখে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সোমবার দুপুরে প্রকাশ পায়। এরপর থেকেই দৈনিক যুগান্তরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অভিভাবকরা টেলিফোন করছেন। তারা তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কথা জানান। এমন একজন অভিভাবক শান্তনু কায়সার (ছদ্মনাম)। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়ালের (বিআইটি) একজন শিক্ষার্থীর বাবা তিনি। সোমবার বিকালে তিনি মোবাইল ফোনে যুগান্তরে বলেন, 'আমরা গত বছর থেকেই সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভ্যাট দিচ্ছি। আমাদের সন্তানরা শিশু। তারা রাস্তায় নামতে পারে না। তাই বলে কি আমাদের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার হবে না?' এই অভিভাবক আরও বলেন, 'আমাদের সন্তানরা আজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। আমার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে গুলশান ২ নম্বরে কর্মসূচিতে বসেছেন। সেখানে তোলা ছবি ফেসবুকেও আপলোড করা হয়েছে।'

উত্তরার স্কলাস্টিকায় পড়েন কামরুল হাসানের (ছদ্মনাম) দু'কন্যা। তিনি বলেন, 'সরকারের কাছে অনুরোধ, আমাদের ভ্যাটের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিন। আমাদের বাচ্চারা কোনো দোষ করেনি।' মামুন হোসাইন নামে আরেক অভিভাবক বলেন, 'এই ভ্যাটের জ্বালা এমনই যে, দিতে বিলম্ব হলে স্কুল থেকে জরিমানাও আরোপ করা হয়।'

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের ফি'র ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করে। এ বিষয়ে চলতি বছর বাজেট পেশকালে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিপরীতে বর্তমানে সংকুচিত মূল্য ভিত্তিতে সাড়ে ৭ শতাংশ মূসক (ভ্যাট) প্রযোজ্য থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর বর্তমানে আরোপিত নেই। আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশাপাশি এই খাতগুলোকেও মূসকের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।'

বিভিন্ন স্কুলের অভিভাবকরা জানিয়েছেন, প্রাইভেট স্কুলগুলো আরও অনেক আগে থেকেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভ্যাট আদায় করছে।' রাজধানীসহ দেশের মেট্রোপলিটন শহরের নামিদামি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে। চার থেকে শুরু করে সাড়ে ৭ শতাংশ পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে এই ভ্যাট। অভিভাবকরা বলছেন, ভ্যাটের টাকা কখনও টিউশন ফি'র সঙ্গে উল্লেখ থাকে, আবার কখনও থাকে না। কিছু কিছু স্কুলের মানি রিসিটে সরাসরি ভ্যাটের কথাই উল্লেখ থাকে। আবার কিছু কিছু স্কুলে বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ কিংবা নিত্যনতুন খরচের খাত দেখিয়ে সেগুলোর অন্তরালে ভ্যাটের টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। বিশেষ করে অলিতে-গলিতে গজিয়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে এ অনিয়মের অভিযোগ বেশি।

উত্তরার দিল্লি প্রাইভেট স্কুলে (ডিপিএস) পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, ২০০৪ সাল থেকে এ স্কুলে তিনি তার কন্যাকে পড়াচ্ছেন। সেই থেকে টিউশন ফি'র সঙ্গে অতিরিক্ত সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট দিতে হচ্ছে তাকে। এভাবে রাজধানীর স্কলাস্টিকা, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল, প্লেজ হারবার, অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল, গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল, মানারাত, ক্যামব্রিয়ান, দি আগা খান স্কুলসহ অন্যান্য সব স্কুলে সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভ্যাট নেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া নামি-বেনামি স্কুলগুলোও এ ভ্যাট নিচ্ছে বলে অভিযোগ আছে।

এ বিষয়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর অভিভাবকদের একটি সংগঠনের নেতা জাভেদ ফারুক সোমবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, শুধু ভ্যাট নয়— বছর বছরই লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ফি তাদের দিতে হচ্ছে। এ নিয়ে উচ্চ আদালতের মামলার রায়ও আছে। সরকারের একটি নীতিমালা করার কথা। কিন্তু তা প্রায় দেড় বছরেও হয়নি। তিনি বলেন, এ নিয়ে তারা আন্দোলনে নামার কথা ভাবছেন। আজ রাতে এ নিয়ে রাজধানীতে তাদের একটি বৈঠক রয়েছে বলেও তিনি জানান।

এ বিষয়ে গণস্বাক্ষরতা অভিযানের (ক্যাম্পে) নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সাধারণত বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভ্যাট নেয়া হয়। আসলে শিক্ষাকে পণ্য করে ফেলেছি। এগুলো রাতারাতি হয়নি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর লাগামহীন চলতে দেয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষা যেহেতু মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই নৈতিক দিক থেকে ভ্যাট মেনে নেয়া যায় না।